ব্যবহার নির্দেশিকা

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, বীরত্বভূষণগণ ও খেতাব প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ , শহীদ/মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং বিভিন্ন বাহিনী হতে আগত যুদ্ধাহতগণদের ডাটাবেজ ফরম।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, স্বাধীনতা ভবন, ৮৮ মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা,

ঢাকা-১০০০

কিভাবে ওয়েবসাইটে যাবেন?

ওয়েবসাইটে ঢোকার জন্য প্রথমে আপনার কম্পিউটারের ব্রাউজারে ঢুকুন। ইন্টারনেট সংযোগ ঠিক আছে কি না চেক করুন। তারপর http://203.83.188.246:3311/ ঠিকানায় ঢুকলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন দেখতে পারবেন।

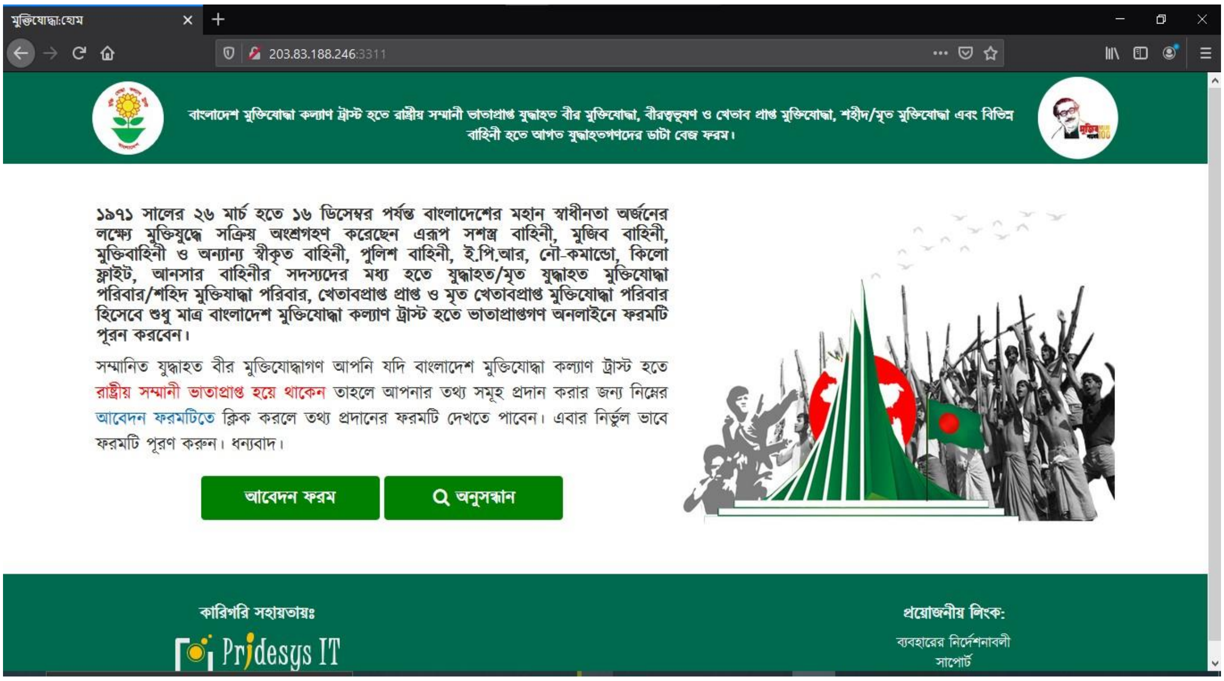

আবেদন করার প্রক্রিয়াঃ

আবেদন ফরম এ ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন দেখা যাবে। এখানে ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার এবং ভাতা বইয়ের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিতে হবে।

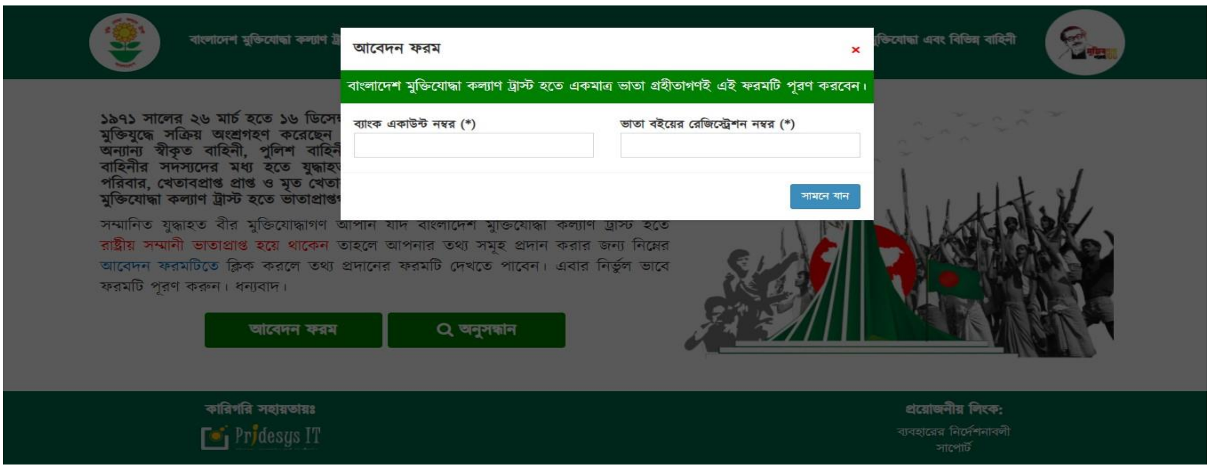

তথ্য পূরণঃ

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার এবং ভাতা বইয়ের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে “**সামনে যান**” বাটনে ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন আসবে, যেখানে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি আপনার তথ্যাদি দিতে পারবেন।

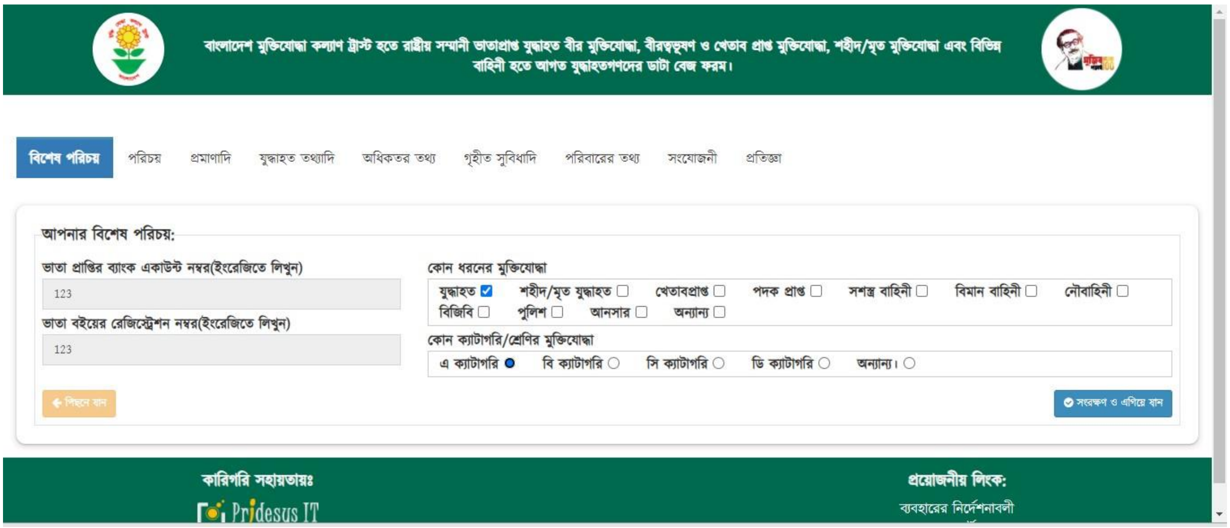

পৃষ্ঠা/ ট্যাবের নামঃ বিশেষ পরিচয়

এখানে আপনি কোন ধরনের বীর মুক্তিযোদ্ধা, কোনো খেতাবপ্রাপ্ত হলে তা এবং আপনি কোনো বাহিনী থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে থাকলে সেটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। এছাড়াও আপনি কোন ক্যাটাগরি/শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধা সেটাও এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে। এরপর “**সংরক্ষণ ও এগিয়ে যান**” বাটনে ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন আসবে। “**পিছনে যান**” বাটনে ক্লিক করে পূর্ববর্তী ট্যাব/পৃষ্ঠায় যেতে পারবেন।

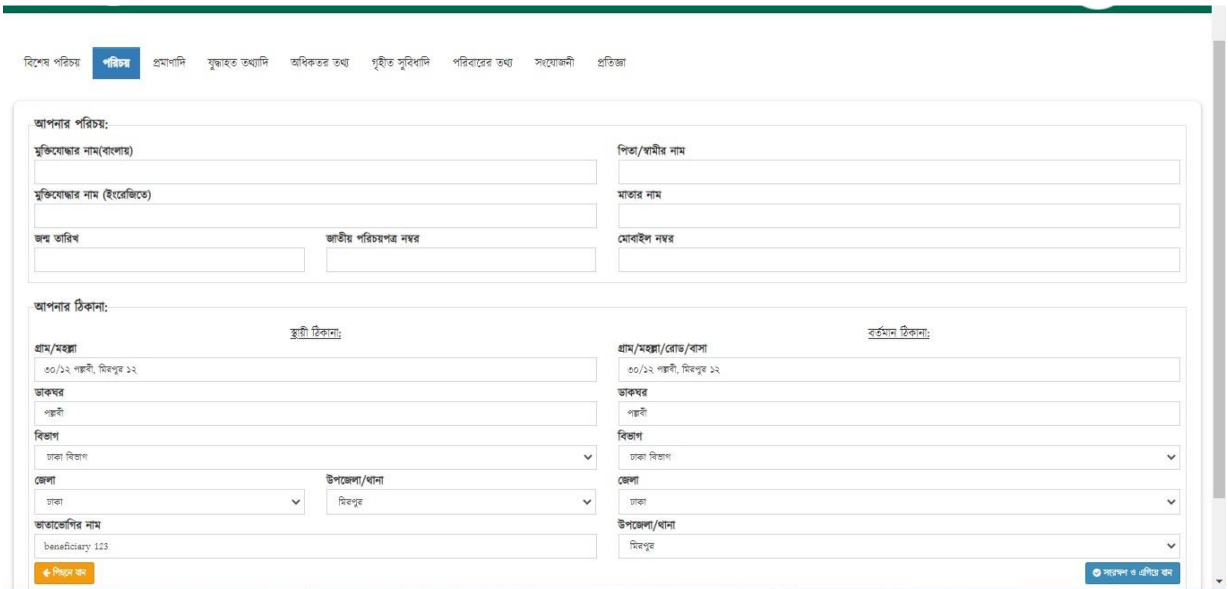

পৃষ্ঠা/ ট্যাবের নামঃ পরিচয়

আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এখানে আপনার নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, জন্ম তারিখ, জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং ভাতাভোগীর নাম দিতে হবে।

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা দেয়ার জন্য প্রথমে গ্রাম/ মহল্লার নাম এবং ডাকঘর এর নাম লিখতে হবে। এরপর বিভাগ সিলেক্ট করার জন্য ড্রপডাউন মেন্যু থেকে বিভাগ সিলেক্ট করতে হবে, তারপর জেলা সিলেক্ট করার জন্য ড্রপডাউন মেন্যু থেকে জেলা সিলেক্ট করতে হবে, তারপর উপজেলা সিলেক্ট করার জন্য ড্রপডাউন মেন্যু থেকে উপজেলা সিলেক্ট করতে হবে। এরপর **“সংরক্ষন ও এগিয়ে যান”** বাটনে ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন আসবে। **“পিছনে যান”** বাটনে ক্লিক করে পূর্ববর্তী ট্যাব/পৃষ্ঠায় যেতে পারবেন।

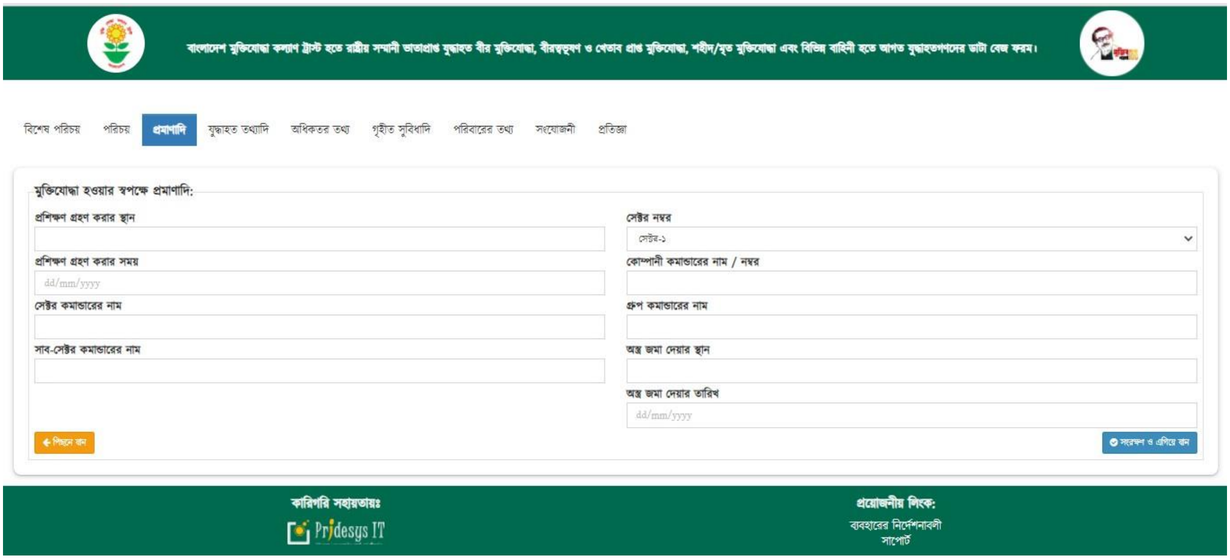

পৃষ্ঠা/ ট্যাবের নামঃ প্রমানাদি

এখানে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার, বীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার স্বপক্ষে কিছু প্রমানাদি দিতে হবে, যেমনঃ প্রশিক্ষন গ্রহন করার স্থান, প্রশিক্ষন গ্রহন করার সময়, সেক্টর কমান্ডারের নাম, সাব সেক্টর কমান্ডারের নাম, সেক্টর নাম্বার, কোম্পানী কমান্ডারের নাম/ নাম্বার,অস্ত্র জমা দেবার স্থান, অস্ত্র জমা দেবার তারিখ ইত্যাদি।

প্রশিক্ষন গ্রহন করার সময় এবং অস্ত্র জমা দেবার তারিখ দেয়ার জন্য ড্রপডাউন মেন্যু থেকে বছর, মাস এবং দিন সিলেক্ট করে দিতে হবে। এছাড়াও আপনি চাইলে দিন/মাস/বছর লিখেও দিতে পারবেন, যেমন ১৯/১০/১৯৭২।

এসব তথ্য দিয়ে **“সংরক্ষন ও এগিয়ে যান”** বাটনে ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন আসবে। **“পিছনে যান”** বাটনে ক্লিক করে পূর্ববর্তী ট্যাব/পৃষ্ঠায় যেতে পারবেন।

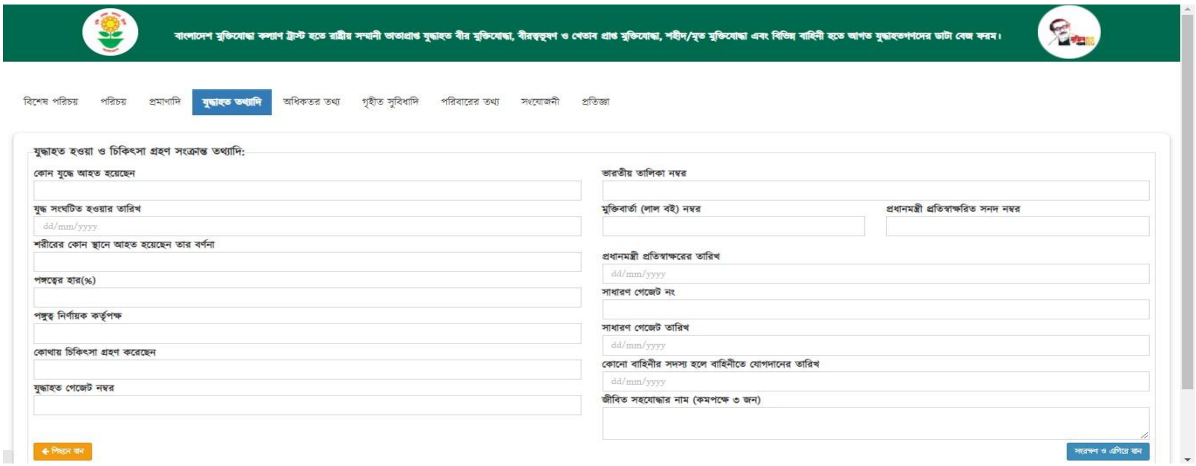

পৃষ্ঠা/ ট্যাবের নামঃ যুদ্ধাহত তথ্যাদি

একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে আহত হয়ে থাকলে সেসব তথ্য এখানে দিতে হবে, যেমন- কোন যুদ্ধে আহত হয়েছেন, যুদ্ধ বীর সংঘটিত হওয়ার তারিখ, শরীরের কোন স্থানে আহত হয়েছেন তার বর্ণনা, পঙ্গুত্বের হার(%), পঙ্গুত্ব নির্ণায়ক কর্তৃপক্ষ, কোথায় চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, যুদ্ধাহত গেজেট নম্বর ইত্যাদি।

এছাড়াও এখানে আরো কিছু তথ্য দিতে হবে যেমন- ভারতীয় তালিকা নম্বর, মুক্তিবার্তা (লাল বই) নম্বর, প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ নম্বর, প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষরের তারিখ, সাধারণ গেজেট নং, সাধারণ গেজেট তারিখ, কোনো বাহিনীর সদস্য হলে বাহিনীতে যোগদানের তারিখ এবং কমপক্ষে তিনজন জীবিত সহযোদ্ধার নাম উল্লেখ করতে হবে।

যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ, প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষরের তারিখ, ধারণ গেজেট তারিখ, কোনো বাহিনীর সদস্য হলে বাহিনীতে যোগদানের তারিখ দেয়ার জন্য ড্রপডাউন মেন্যু থেকে বছর, মাস এবং দিন সিলেক্ট করে দিতে হবে। এছাড়াও আপনি চাইলে দিন/মাস/বছর লিখেও দিতে পারবেন, যেমন ১৯/১০/১৯৭২।

এসব তথ্য দিয়ে **“সংরক্ষন ও এগিয়ে যান”** বাটনে ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন আসবে। **“পিছনে যান”** বাটনে ক্লিক করে পূর্ববর্তী ট্যাব/পৃষ্ঠায় যেতে পারবেন।

পৃষ্ঠা/ ট্যাবের নামঃ অধিকতর তথ্য

এখানে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার শিক্ষাগত যোগ্যতা, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে কোথায় ছিলেন এবং কি করতেন, বর্তমানে কোথায় আছেন এবং কি করছেন, আহত হওয়ার পর সরকারি/বেসরকারি কোনো সাহায্য পেয়ে থাকলে তার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। এসব তথ্য দিয়ে **“সংরক্ষন ও এগিয়ে যান”** বাটনে ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন আসবে। **“পিছনে যান”** বাটনে ক্লিক করে পূর্ববর্তী ট্যাব/পৃষ্ঠায় যেতে পারবেন।

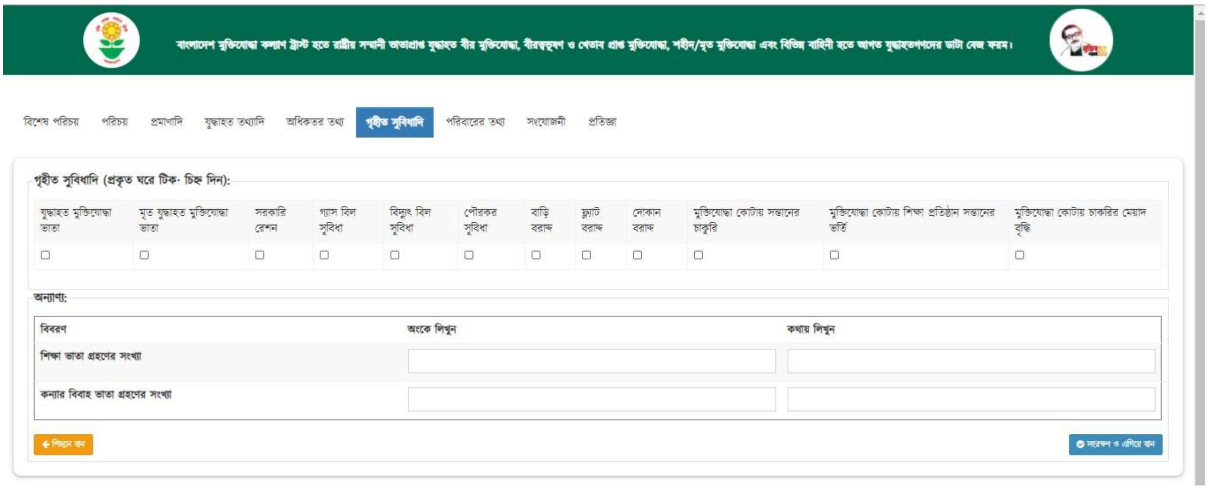

পৃষ্ঠা/ ট্যাবের নামঃ গৃহীত সুবিধাদি

বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কি কি সুযোগ সুবিধা সে এখন পর্যন্ত ভোগ করেছে তার তথ্য এখানে দিতে হবে যেমন- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, সরকারি রেশন, গ্যাস বিল সুবিধা, বিদ্যুৎ বিল সুবিধা, পৌরকর সুবিধা, বাড়ি বরাদ্দ, ফ্ল্যাট বরাদ্দ, দোকান বরাদ্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সন্তানের চাকুরি, বীর মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্তানের ভর্তি, বীর মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি সুবিধার মধ্যে তিনি যেসব সুবিধা নিয়েছে সেগুলোতে টিক চিহ্ন দিতে হবে। এছাড়াও শিক্ষা ভাতা গ্রহণের সংখ্যা ও কন্যার বিবাহ ভাতা গ্রহণের সংখ্যা থাকলে তা অঙ্কে এবং কথায় উল্লেখ করে দিতে হবে। এসব তথ্য দিয়ে **“সংরক্ষন ও এগিয়ে যান”** বাটনে ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন আসবে। **“পিছনে যান”** বাটনে ক্লিক করে পূর্ববর্তী ট্যাব/পৃষ্ঠায় যেতে পারবেন।

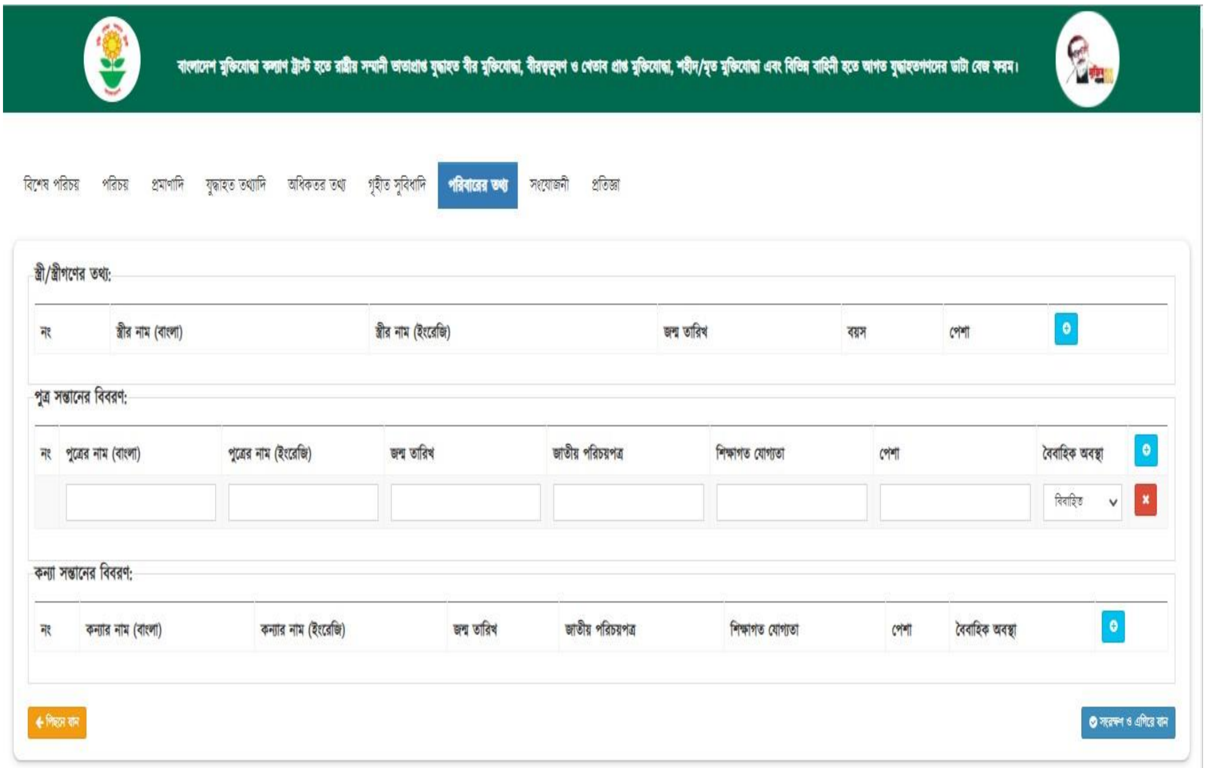

পৃষ্ঠা/ ট্যাবের নামঃ পরিবারের তথ্য

এখানে আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার পারিবারিক তথ্য দিবেন, যেমন আপনার স্ত্রীর নাম, জন্মতারিখ, বয়স ও পেশা ইত্যাদি। পেশা লেখার পাশে হালকা নীল রঙের মধ্যে থাকা (+) চিহ্নে ক্লিক করলে তথ্য দেয়ার অপশন পাওয়া যাবে। এছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধার ছেলে বা মেয়ে থাকলে তাদের কিছু তথ্যও দিতে হবে এখানে, যেমন- ছেলে বা মেয়ের নাম, জন্ম তারিখ, পরিচয় পত্রের নাম্বার, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদি। বৈবাহিক অবস্থা লেখার পাশে হালকা নীল রঙের মধ্যে থাকা (+) চিহ্নে ক্লিক করলে তথ্য দেয়ার অপশন পাওয়া যাবে। কোনো তথ্য মুছে ফেলতে চাইলে পাশের ক্রস(x) চিহ্নে ক্লিক করলে তথ্য মুছে যাবে। এসব তথ্য দিয়ে **"সংরক্ষন ও এগিয়ে যান"** বাটনে ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন আসবে। **"পিছনে যান"** বাটনে ক্লিক করে পূর্ববর্তী ট্যাব/পৃষ্ঠায় যেতে পারবেন।

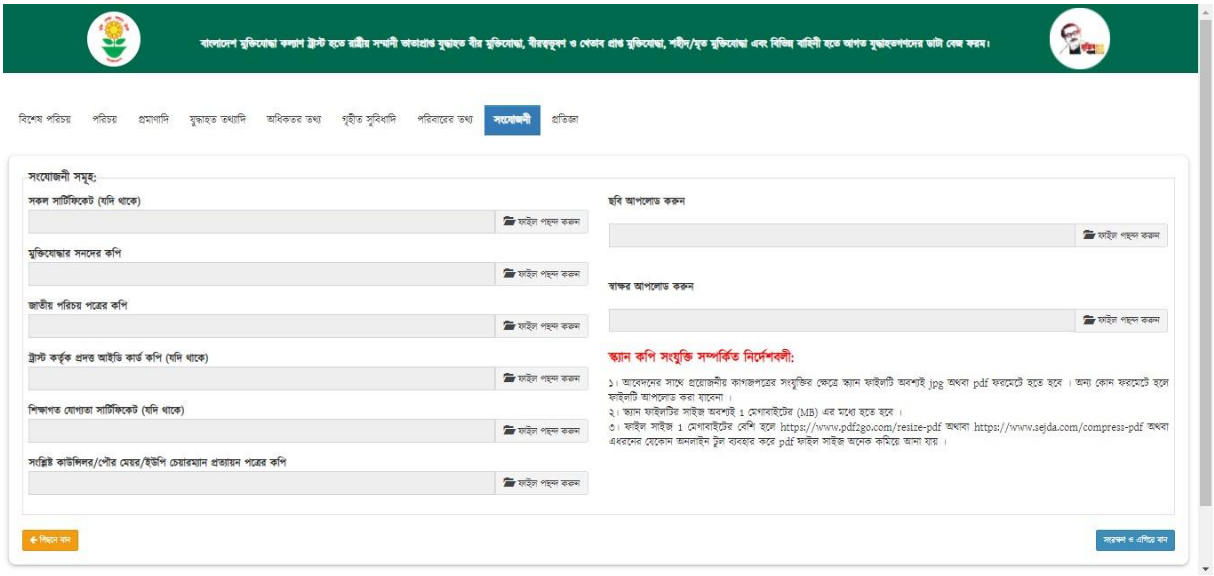

পৃষ্ঠা/ ট্যাবের নামঃ সংযোজনী

এখানে আপনার আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে- সকল সার্টিফিকেট(মুক্তিবার্তা (লাল বই) এর স্ক্যান কপি এবং প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ এর স্ক্যান কপি একসাথে একটি পিডিএফ ফাইল আকারে), মুক্তিযোদ্ধার সনদের কপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি, ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত আইডি কার্ড কপি (যদি থাকে), শিক্ষাগত যোগ্যতা সার্টিফিকেট (যদি থাকে), সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর/পৌর মেয়র/ইউপি চেয়ারম্যান প্রত্যায়ন পত্রের কপি ইত্যাদি। এছাড়াও এখানে মুক্তিযোদ্ধার ছবি এবং স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে। যেকোনো কাগজ আপলোড করার জন্য সেই কাগজের ক্ষেত্র সংলগ্ন **"ফাইল পছন্দ করুন"** বাটন ক্লিক করে আপনার কম্পিউটারে সংরক্ষিত ফাইল সিলেক্ট করে Open ক্লিক করলে ফাইলটি আপলোড হয়ে যাবে।

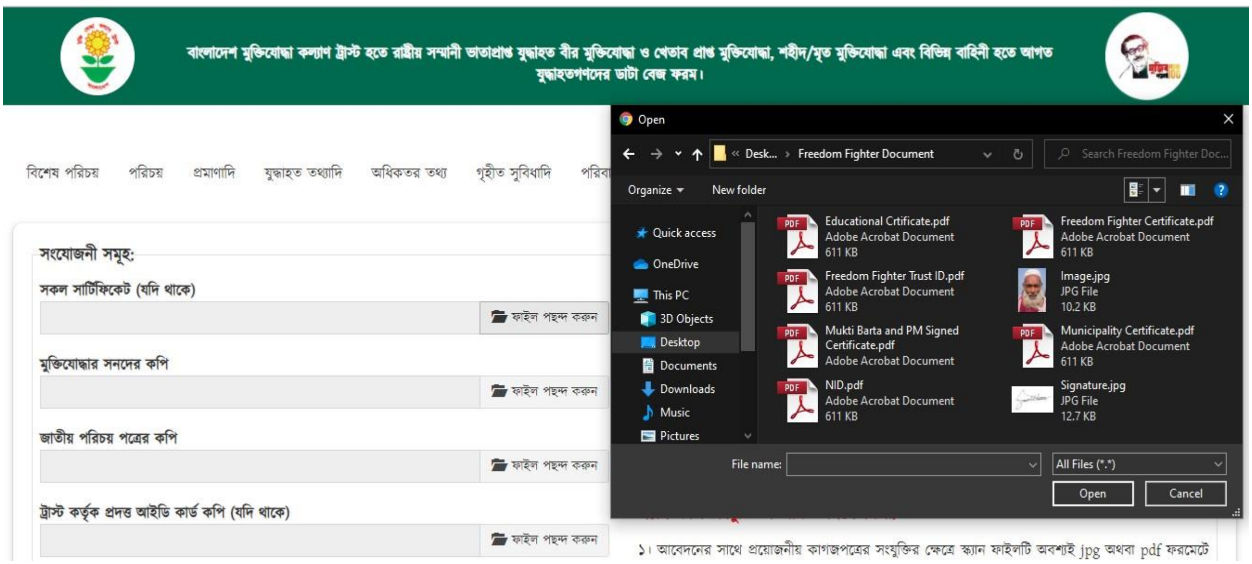

স্ক্যান কপি সংযুক্তির সময় যা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে:

১। আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সংযুক্তির ক্ষেত্রে স্ক্যান ফাইলটি অবশ্যই jpg অথবা pdf ফরমেটে হতে হবে। অন্য কোন ফরমেটে হলে ফাইলটি আপলোড করা যাবেনা।

২। স্ক্যান ফাইলটির সাইজ অবশ্যই 1 মেগাবাইটের (MB) এর মধ্যে হতে হবে।

৩। ফাইল সাইজ 1 মেগাবাইটের বেশি হলে https://www.pdf2go.com/resize-pdf অথবা https://www.sejda.com/compress-pdf অথবা এধরনের যেকোন অনলাইন টুল ব্যবহার করে pdf ফাইল সাইজ অনেক কমিয়ে আনা যায়।

এসব তথ্য দিয়ে **"সংরক্ষন ও এগিয়ে যান"** বাটনে ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন আসবে। **"পিছনে যান"** বাটনে ক্লিক করে পূর্ববর্তী ট্যাব/পৃষ্ঠায় যেতে পারবেন।

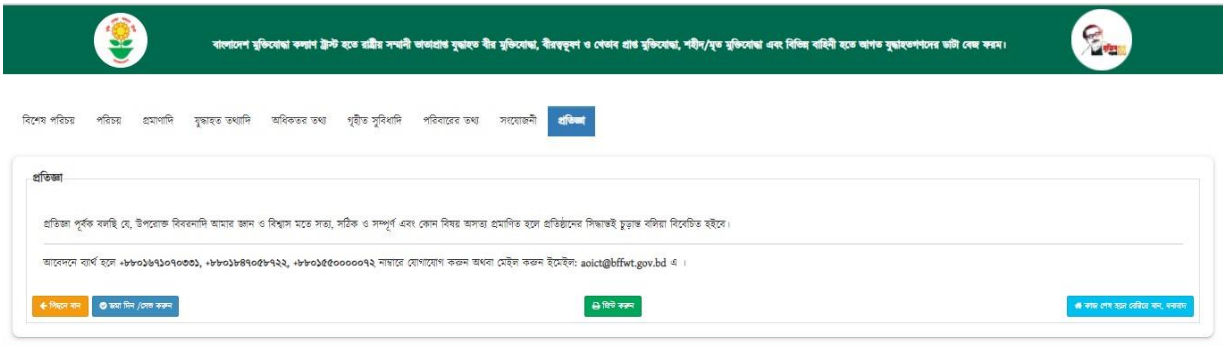

পৃষ্ঠা/ ট্যাবের নামঃ প্রতিজ্ঞা

এখানে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে তার প্রদত্ত সকল তথ্য সত্য এটার স্বীকৃতি দিতে হবে। এজন্য **"জমা দিন/ সেভ করুন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে। তাহলেই আবেদন পত্রটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে চলে যাবে। এখান থেকে চাইলে পূরনকৃত সকল তথ্য প্রিন্ট করে নেয়া যাবে **"প্রিন্ট করুন"** বাটনে ক্লিক করার মাধ্যমে। **"পিছনে যান"** বাটনে ক্লিক করে পূর্ববর্তী ট্যাব/পৃষ্ঠায় যেতে পারবেন।

বিঃদ্রঃ

১। আবেদনে ব্যার্থ হলে +৮৮০১৬৭১০৭০৩৩১, +৮৮০১৮৪৭০৫৮৭২২, +৮৮০১৫৫০০০০০৭২ নাম্বারে যোগাযোগ করুন অথবা মেইল করুন ইমেইল: aoict@bffwt.gov.bd এ ।

২। আবেদন পত্রের সকল তথ্য পূরণ না করা পর্যন্ত আবেদনপত্রটি চূড়ান্তভাবে দাখিলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। চূড়ান্তভাবে দাখিলের আগে পর্যন্ত আবেদন কারী চাইলে যেকোনো তথ্য পরিবর্তন করতে পারবে।

৩। আবেদনপত্রটি চূড়ান্তভাবে দাখিলের পরে আবেদনকারী তথ্য পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন না। যদি তারপরেও কোনো ধরনের তথ্য সংশোধণের দরকার হয়, সেজন্য মহাপরিচালক, মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাস্ট বরাবর আবেদন করতে হবে।

অনুসন্ধানঃ

হোমপেইজের অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করে একজন মুক্তিযোদ্ধা তার সকল তথ্য খুজে দেখতে পারবেন। অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করলে নিচের ছবির মত স্ক্রিন আসবে।

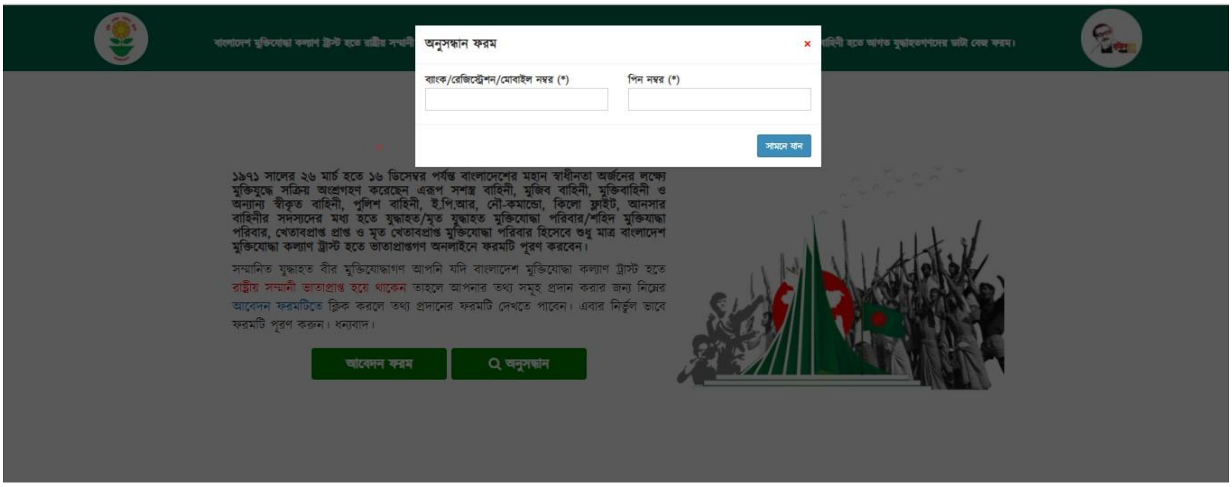

এখানে ব্যাংক একাউন্ট নং বা রেজিস্ট্রেশন নং বা মোবাইল নং এবং পিন নং দিয়ে সামনে যান বাটনে ক্লিক করলে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তার সকল তথ্য দেখতে পারবেন এবং চাইলে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা যখন সফল ভাবে তার সকল তথ্য সাবমিট করবেন তখন সে একটি স্বয়ংক্রিয় পিন নং পাবেন যেটি তাকে ভবিষ্যতে ব্যাবহারের জন্য সংরক্ষন করতে হবে।